(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা সত্ত্বেও, কোনো লাইসেন্সির নিকট এই আইনের অধীন কোনো সরকারি পাওনা থাকিলে, উক্ত পাওনা আদায় কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।

১৩। **কাস্টমস কর্মকর্তাগণের আরোহণ ও অবতরণের জন্য স্টেশন।**—কমিশনার অব কাস্টমস, সময় সময়, কাস্টমস বন্দরে বা উহার নিকটবর্তী স্থানে স্টেশন অথবা উহার সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যে স্থানে অথবা যে সীমার মধ্যে উক্ত বন্দরে আগমনকারী অথবা বন্দর হইতে বহির্গমনকারী জাহাজকে কাস্টমস কর্মকর্তাগণের আরোহণ বা অবতরণের জন্য আনয়ন করিতে হইবে, এবং Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908) এ যদি কোনো ভিন্ন ব্যবস্থা না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাইলট কর্তৃক বন্দরে আনীত হয় নাই এইরূপ জাহাজ বন্দরের কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে নোঙর করিবে অথবা ভিড়াইবে, তাহার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ইলেকট্রনিক রেকর্ড এবং পেমেন্ট

১৪। **ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দলিল দাখিল বা পেমেন্ট প্রদান।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন কোন কোন দলিল বা পেমেন্ট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দাখিল বা প্রদান করা যাইবে উহা নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড উপ-ধারা (১) এর অধীন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দলিল দাখিল বা পেমেন্ট প্রদান করিবার পদ্ধতি এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫। **ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ।**—বোর্ড ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দাখিলকৃত দলিল বা প্রদানকৃত পেমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য ইলেকট্রনিক রেকর্ডে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করিবে।

১৬। **২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের প্রযোজ্যতা।**—ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে দলিল দাখিল বা পেমেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ

১৭। **নিষিদ্ধকরণ (prohibition) এবং নিয়ন্ত্রণ।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না, যথা:—

(ক) নকল ধাতব মুদ্রা;

(খ) জাল বা নকল কারেন্সি নোট এবং অন্য কোনো নকল দ্রব্য;

(গ) কোনো অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, ড্রইং, প্রতিকৃতি, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র বা বস্তু, ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং, সিডি অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে রেকর্ডিং;

(ঘ) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া আনিত পণ্য;

(ঙ) নকল ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য;

(চ) দণ্ডবিধির আওতাধীন নকল ট্রেডমার্কযুক্ত পণ্য অথবা ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী মিথ্যা ট্রেড বর্ণনা সংবলিত পণ্য;

(ছ) বাংলাদেশের বাহিরে প্রস্তুত খণ্ড পণ্যসমূহ (piece-goods) (যাহা সাধারণত দৈর্ঘ্য বা খণ্ড হিসাবে বিক্রয় করা হয়), যদি না বাংলাদেশে আপাতত প্রযোজ্য প্রমিত (standard) মিটারে বা অন্য কোনো পরিমাপে উহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য সংখ্যায় প্রতিটি খণ্ডে সুস্পষ্টভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বা অন্য কোনোভাবে মুদ্রিত থাকে;

(জ) বাংলাদেশে বলবৎ পেটেন্ট আইনের এর অধীন কোনো পেটেন্ট এর স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুতকৃত পণ্য;

(ঝ) বাংলাদেশে বলবৎ কপিরাইট আইনের এর অধীন কোনো কপিরাইট এর স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুতকৃত পণ্য;

(ঞ) অন্য কোনো আইনের অধীন নিষিদ্ধ কোনো পণ্য; এবং

(ট) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত কোনো পণ্য।

(২) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন বা বাংলাদেশের বাহিরে নেওয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাস্টমস শুল্ক আরোপ ও অব্যাহতি

১৮। **শুল্কযোগ্য পণ্য।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য সকল পণ্যের উপর প্রথম তফসিলে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন নির্ধারিত হারে কাস্টমস শুল্ক প্রদেয় হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপণীয় কোনো শুল্ক ও কর আরোপ বা আদায় করা হইবে না, যদি কোনো একটি চালানের পণ্যমূল্য ২ (দুই) হাজার টাকার অধিক না হয়।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেইরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপ শর্ত, সীমা বা বিধি-নিষেধ আরোপ সাপেক্ষে, প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট সকল বা যে কোনো পণ্যের উপর উক্ত তফসিলে নির্ধারিত কাস্টমস শুল্কের সর্বোচ্চ হারের দ্বিগুণের অধিক নয়, এমন হারে রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।